বার্ষিক চাঁদা—৩৲
প্রতি সংখ্যা—৵০

Regd. No. C.—1356

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

দশম বর্ষ

এক বিংশ সংখ্যা

১৫ই মাহে নবুয়ত—১৩১৯ হিঃ, শঃ] —— [১৫ই নবেম্বর, ১৯৪০ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم—نحمده و نصلى على رسوله الكريم

هو الناصر

"ভারতে আবার কৃষ্ণ"

বাঁশের বাঁশরী বাজাতে আবার,
আসিয়াছে কৃষ্ণ জগত কাণ্ডারী।
ব্রজের গোপিনী এসো ত্বরা করি,
ডাকিতেছে ওই বাকা বংশীধারী ॥১

ললিত ঝঙ্কারে তাঁরি কুঞ্জবনে,
বাজিছে তাঁহার মোহন বাঁশরী।
যে মোহিবে তাঁর বাশীর সুরে,
সে করিবে পান শান্তি সুধাবারি ॥২

আহ্‌মদ নামে এই কলি যুগে,
এসেছেন তিনি গ্রাম কাদিয়ান।
শাস্ত্রের বচন করো না হেলন,
লয়ে তাঁর দীক্ষা হও পুণ্যবান ॥৩

তিনি ধর্ম্মনেতা, তিনি শিক্ষাগুরু,
তিনি এযুগের রাজনীতি গুরু।
এ অশান্তি যুগে শান্তিকর্ত্তা তিনি,
তিনি তোমাদের ধর্ম্ম কল্পতরু ॥৪

তোমরা মোস্‌লেম, তোমরা গো হিন্দু,
তাঁর কাছে ভেদ নাহি, এক বিন্দু।
হিন্দু মোসলমান সকলই সমান,
এসো তাঁর কাছে সকলই বন্ধু ॥৫

আন প্রাণ মাঝে আন ধর্ম্ম ভয়,
লহ তাঁর শিক্ষা করো না সংশয়।
ধরমের জয় হইবে নিশ্চয়,
অধর্ম্ম ডুবিবে মানি পরাজয় ॥৬

এবিশ্ব মাঝারে প্রতি ঘরে ঘরে,
জ্বালাও তাঁহার ধরমের ভাতি।
অশান্তি যাইবে শান্তি উপজিবে,
ভাসিবে উল্লাসে কি দিবা কি রাত্রি ॥৭

এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা,
চারি মহাদেশ আর অষ্ট্রেলিয়া
তাঁর মিশনারী পৃথিবী ব্যাপিয়া,
শান্তি ধর্ম্ম গীতি গাহিছে ধ্বনিয়া ॥৮

ইসলামের মহা তৌহিদের বাণী,
করিছে প্রচার তাঁর মিশনারী।
খৃষ্টান, শিখ, বুদ্ধ ও ইহুদী
বরিছে তাঁহারে নতশির করি ॥৯

হে ইউরোপ! হে আমেরিকা!
তিনি তোমাদের দ্বিতীয় ইছা।
তাঁহারই খবর দিয়াছে সবারে,
কৃষ্ণ, মোহাম্মদ, প্রথম ইছা ॥১০

এই ভূমিকম্প এই যে সমর,
ভূগিছ তোমরা তাঁরে অবহেলি।
শাস্ত্রের বচন হবে না লঙ্ঘন,
বর তাঁরে আজি বাধাবিঘ্ন ঠেলি ॥১১

আনন্দ সাগরে ভাসিবে তোমরা,
শান্তির সাগরে করিবে কেলি।
অশান্তির বোঝা ফেলিয়া দূরে,
শান্তি নিকেতনে আসিবে চলি ॥১২

হে ব্রিটেন! আজি নাহি কর ভয়,
মসি মাউদের বাণী (কবজ অক্ষয়) কভু মিথ্যা নয়।
তোমাদের জয় হইবে নিশ্চয়,
যদি মান তাঁরে না করি সংশয় ॥১৩

ধন্যরে ভারত ধন্য তুই আজি,
পেয়েছিস তুই ইসলামের মাঝি।
ডাকিছে সঘনে ইসলামের ভেরি,
ছুটরে ভারত বীর সাজে সাজি ॥১৪

কুরুক্ষেত্র রণ বাঁধিছে এখন,
যাও বীর বেশে কর গিয়ে রণ।
অধর্ম্ম নাশিবে ধর্ম্ম স্থাপিবে,
ধরম সারথি কৃষ্ণমহাজন ॥১৫

অহিউদ্দিন ঠাকুর, সরাইল, ত্রিপুরা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহমদীয়া কন্‌ফারেন্স

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন—১১ই অক্টোবর, ১৯৪০

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনও কোরান পাঠ ও কবিতা পাঠ দ্বারা আরম্ভ হয়। মৌলবী মোহাম্মদ সাঈদ সাহেব অতি সুললিত স্বরে কোরান পাঠ এবং মৌলবী অহীদ উদ্দীন ঠাকুর সাহেব নিজ রচিত একটী কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি স্থানান্তরে প্রকাশিত করা হইল।

সর্ব্বপ্রথম মৌলবী দৌলত আহমদ খান খাদিম বি-এল, এড্‌-ভকেট, "হজরত ইমাম মাহদীর নিশানাত বা লক্ষণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণ স্বরূপ তিনি মোসলমান-গণের ইমান ও আমাল উভয় দিক দিয়াই অধঃপতিত হওয়ার কথা, প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মোজাদ্দেদ আসিবার কথা, মাহদী সালমান ফারসীর বংশধর হইতে হওয়ার কথা, খ্রীষ্টান জাতির বিজয় ও আধিপত্য লাভ, বহুসংখ্যক মোসলমান দাজ্জালের শিষ্য হওয়া (খৃষ্টান হইয়াছে), একই রমজান মাসে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ (১৮৯৪ খৃঃ ঘটিত) ইত্যাদি হাদীসে বর্ণিত বহু লক্ষণের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই সকলই বর্ত্তমান যুগে পূর্ণ হইয়াছে।

অতঃপর মৌলবী আহমদ আলী সাহেব—"হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সত্যতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলেন, আজকাল "ওফাতে মসিহ" ও "নবুয়ত" নিয়া লোক তর্ক করিতে চায় না, বলে, মীরজা সাহেব কেমন করিয়া সত্য তাহা দেখাইয়া দিন। অতঃপর তিনি বলেন যে, হজরত মীরজা সাহেব আল্লার নবী হইবার দাবী করিয়াছেন। অতএব অন্যান্য নবীর সত্যতা যে মাপ-কাঠি দ্বারা পরখ করা যায় তাঁহার সত্যতাও সেই মাপ-কাঠি দ্বারা পরখ করিয়া দেখা উচিত। অতঃপর তিনি কোরাণে বর্ণিত কতিপয় মাপকাঠি—যথা ৪০ বৎসর মধ্যে জীবনে কখনো মিথ্যা কথা না বলা, দাবী করার পর ২৩ বৎসর জীবিত থাকা, অনবরতঃ আল্লাহতা'লার সাহায্য লাভ, শত্রুদের মোকাবেলায় বিজয়-লাভ, কার্য্যে সফলতা ও উন্নতি, শত্রুদের হাত হইতে রক্ষা-লাভ—ইত্যাদি মাপকাঠি হজরত মীরজা সাহেবের (আঃ) প্রতি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার দাবী প্রমাণিত করেন।

আমীর সাহেবের আপীল

অতঃপর প্রাদেশিক আমীর মহোদয় জমাতের নিকট দুইটি বিশেষ চাঁদার জন্য আপীল করেন। প্রথমতঃ মোবাল্লেগগণের সফর খরচের জন্য তিনশত টাকার আপীল করিয়া বলেন, সফর খরচের অভাবে মোবাল্লেগগণ টুর করিতে না পারায় চাঁদা আদায়ের দিক দিয়া, তরবীয়তের দিক দিয়া এবং তবলীগের দিক দিয়া জমাতের ভীষণ ক্ষতি হইতেছে। তিনি আরো বলেন যে, আধ্যাত্মিক দিক্‌ দিয়া আমরা এখনো শিশু, এখনো আমাদের পুনঃ পুনঃ তাকীদের আবশ্যক। এই তাকীদের জন্য মোবাল্লেগগণের সফর করা আবশ্যক। অতঃপর তিনি জমাত হইতে এরূপ বার জন লোক চান যাঁহারা প্রতিমাসে ২৲ টাকা করিয়া এই কার্য্যের সাহায্য কল্পে চাঁদা দিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, বিরুদ্ধবাদীদের এতেরাজের জওয়াব সম্বলিত পুস্তক প্রকাশের জন্য তিনি আরো ৩০০৲ টাকার আপীল করিয়া বলেন, মোখালেফগণ আমাদের বিরুদ্ধে বহুবিধ পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছে। তাহাদের দান্দান-শেকন জওয়াব প্রকাশ করার প্রয়োজন বহুদিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছে। তদনুযায়ী মৌলানা জিল্লুর রহমান সাহেব বিগত বৎসর কিছু কাল কাদিয়ান থাকিয়া বাংলা ভাষায় বিরুদ্ধবাদীদের এতেরাজের একখানা মোকাম্মেল জওয়াব প্রস্তুত করিয়াছেন। জওয়াব খানা খোদার ফজলে এরূপ দলিল-দালায়েল ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণাদিতে পূর্ণ যে, তাহা একটু ভাল করিয়া পাঠ করিলে দস্তর মত একজন বিজ্ঞ আলেম সাজা যায়। এই পুস্তকখানা যত শীঘ্র সম্ভব প্রকাশিত হওয়া উচিত। ইহার ছাপা-খরচের জন্য প্রায় চারিশত টাকা আদায় হইয়াছে। আরো প্রায় ৩০০৲ টাকার দরকার। অতএব এই কার্য্যের সাহায্য-কল্পেও আমি জমাত হইতে কর্জ্জ স্বরূপ চাঁদা চাই। যাঁহারা চাঁদা দিবেন তাঁহাদিগকে হয়তো এই টাকা পরে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে, কিম্বা সেই মূল্যের পুস্তক দেওয়া হইবে।

অতঃপর মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব এই আপীলের সমর্থন করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান যুগ এক কেয়ামতের যুগ, এক প্রলয়ের যুগ। জগৎ এখন ধ্বংস হইবে। কেবল তাঁহারাই বাঁচিবে যাঁহারা খোদার জন্য, ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য প্রাণ দিবে। অতএব এই আহ্বানে জমাতকে সাগ্রহে লাব্বায়েক বলা উচিত।

অতঃপর মৌলবী খলিলুর রাহমান সাহেব, বি-সি-এস, কোরানের এক আয়েত উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দুঃখ-যন্ত্রণা হইতে বাঁচিবার এক-মাত্র উপায় হইয়াছে, আল্লাহ্‌র পথে ধন-প্রাণ উৎসর্গ করা। তিনি আরো বলেন যে, এই সত্যটি তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে বহুবার উপলব্ধি করিয়াছেন। আল্লাহ্‌র পথে কোরবানীতে যখনই কোন কোতাহী হইয়াছে তখনই নানা বিপদ-আপদ আসিয়া নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, আবার যখনই লাব্বায়েক বলা হইয়াছে তখনই নানা ভাবে ঐশী অনুগ্রহ লাভ হইয়াছে।

অতঃপর তিনি স্বয়ং এই উভয় আব্বানে চাঁদার প্রতিশ্রুতি দিয়া জমাতের অন্যান্য ভ্রাতাগণকেও ইহাতে যোগদান করিতে আবেদন করিলে নিম্নলিখিত রূপ ওয়াদা ও নগদ চাঁদা পাওয়া যায় :—

সফর খরচের জন্য চাঁদার প্রতিশ্রুতি

১। মৌলবী খলিলুর রাহমান সাহেব, বি-সি-এস, ২৲ (মাসিক)
২। „ আহমদ আলী সাহেব, তারুয়া (নকদ ১৲) ১৲ „
৩। „ আনিসুর রাহমান সাহেব বি-এল, বাজিতপুর ২৲ „

৪। হাকিম শাহ আবদুল বারী সাহেব, ঢাকা ২৲ (মাসিক)
৫। মৌলবী আবু মুসা ফজলুল করীম সাহেব, বাল্লা ২৲ ,,
৬। ,, সিরাজুল ইসলাম সাহেব, বাল্লা ২৲ ,,
৭। ঘাটুরা আঞ্জোমন আহমদীয়া ২৲ ,,
৮। ,, আবদুল আজীজ সাহেব, চরকাউনা ২৲ ,,
৯। ভাদুঘর আঞ্জোমন আহমদীয়া ২৲ ,,
১০। মুন্সি আবদুল জব্বর সাহেব, আহমদী পাড়া ২৲ ,,
১১। ,, মুসলিম সাহেব ,, ২৲ ,,
১২। মৌলবী আলী আনোয়ার সাহেব, তাতারকান্দি ৫৲ (এককালীন দান)
১৩। ,, আবদুল হামিদ সাহেব, নাউঘাট ২৲ ,,
১৪। দেবগ্রাম-খরমপুর আঞ্জোমন আহমদীয়া ২৲ ,,
১৫। মুন্সি আতাউর রাহমান সাহেব, তারুয়া ।০ (এককালীন দান, নকদ)
১৬। মৌলবী গোলাম ছমদানী খাদিম সাহেব ১৲ (মাসিক)
১৭। ,, আবদুর রাহমান খাঁ, ঢাকা ১৲ (এককালীন দান)
১৮। মীর আবদুস্ সাত্তার সাহেব, মৌরাইল ১৲ ,,

বিরুদ্ধবাদীদের জওয়াব প্রকাশিত করিবার জন্য চাঁদার ওয়াদা

১। মৌলবী খলিলুর রাহমান সাহেব বি-সি-এস— ১০৲ (দান)
২। ,, রহিম নওয়াজ খান ও তাঁহার স্ত্রী, দেবগ্রাম—২০৲ (আমানত)
৩। ,, গোলাম ছমদানী খাদীম সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—২০৲ ,,
৪। ,, আবু মুসা মোহাম্মদ ফজলুল করীম সাহেব, বাল্লা—১০৲ (দান)
৫। ,, রহমত আলী সাহেব, বাসারুক—১০৲ (দান)
৬। ,, আলী আনোয়ার সাহেব, তাতারকান্দি—১০৲ (দান)
৭। ,, আবদুল জব্বর সাহেব বি-এ,— ১০৲ (আমানত)
৮। ,, ফজলুর রাহমান ভূঞা সাহেব, বাসুদেব—১০৲ ,,
৯। ,, হেকীম শাহ আবদুল বারী সাহেব—১০৲ (আমানত)
১০। ,, মৌলবী গোলাম মৌলা খাদীম সাহেব— ১০৲ ,,
১১। খান সাহেব মৌলী মোবারক আলী সাহেব, বগুড়া— ১০৲ (আমানত)
১২। মৌলবী শামসুল হুদা সাহেব, ভৈরব— ১০৲ ,,
১৩। ,, মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব, ঢাকা—১০৲ ,,
১৪। মিসেস মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী, ঢাকা— ১০৲ ,,
১৫। মৌলবী আবদুল আজীজ সাহেব, চরকাউনা—১০৲ (দান)
১৬। ,, গোলাম হুসেন খান সাহেব, দেবগ্রাম—১০৲ (আমানত)
১৭। ,, জয়নুল হুসেন খান সাহেব, দেবগ্রাম— ১০৲ ,,
১৮। ,, আনিসুর রাহমান সাহেব বি-এল, বাজিতপুর—১০৲ ,,
১৯। মুন্সি মিঞা চান্দ মিঞা, আহমদীপাড়া— ১০৲ ,,
২০। মোসাম্মত সৈয়দা আজীজন্নেছা খাতুন সাহেবা— ১০৲ ,,
২১। ,, সৈয়দা খুরসেদ আখতার সাহেবা— ২৲ (দান)
২২। ,, মসউদা খাতুন সাহেবা, দেবগ্রাম— ২৲ ,,
২৩। বেগম জয়নাল হুসেন খাঁ সাহেব, দেবগ্রাম— ২৲ ,,
২৪। মৌলবী সৈয়দা আবদুর রাজ্জাক সাহেব, মৌরাইল—১০৲ (আমানত, নগদ)
২৫। মিসেস আবদুল মালেক খাদিম, খড়মপুর—১০৲ (আমানত)
২৬। মুন্সি হাসীমুদ্দীন আহমদ সাহেব, বীরপাইকসা—১০৲ (দান)
২৭। ,, আবদুল আজহার ভূঞা সাহেব, ক্রোড়া— ১০৲ ,,
২৮। সৈয়দ রুহুল আমীন সাহেব, রঙ্গপুর, তাঁহার পিতা মৌলবী সৈয়দ ইব্রাহীম আলী সাহেবের পক্ষ হইতে—১০৲ ,,
২৯। মুন্সি আবদুল আলীম ভূঞা সাহেব, বিষ্ণুপুর— ১০৲ (আমানত নগদ ১৲)
৩০। আবদুর রাহমান খাঁ, ঢাকা— ১০৲ (আমানত)
৩১। মুনসী আবদুল জব্বার সাহেব, (কলিকাতা)— ১০৲ ,,
৩২। ,, ইমাম হুসেন সাহেব, প্রেমের চর— ১০৲ ,,
৩৩। ,, করমদ্দিন আহমদ সাহেব, হরিনাদি—১৲ (দান, নকদ)
৩৪। মোসাম্মত আমেনা খাতুন জং মৌলবী আবদুল আজহার সাহেব, ক্রোড়া—১৲ (দান, নকদ)
৩৫। মৌলবী আবুল বশর মোহাম্মদ আয়ুব, বি-এ,— ৪৲ (দান)
৩৬। মৌলবী দৌলত আহমদ খাঁ সাহেব, বি-এল, কলিকাতা— ২৲ (দান, নকদ)
৩৭। মুন্সি রুকন উদ্দিন ভূঞা সাহেব, বিষ্ণুপুর—১৲ (দান, নকদ)
৩৮। ডাঃ তোফায়েল আহমদ সাহেব, বরিশাল— ২৲ (দান)
৩৯। হাফেজ আক্রাম হুসন সাহেব, সোহাগী ২৲ (দান)

৩২৯৲

অতঃপর সর্ব্ব-প্রথম মৌলবী আনীসুর রাহমান সাহেব বি-এল **"বিরুদ্ধবাদী মৌলবী-মৌলানা সাহেবদের বিরুদ্ধাচরণের স্বরূপ ও কারণ"** সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব জুম্মার নামাজ পড়ান এবং এক সারগর্ভ খোৎবা প্রদান করেন। তৎপর পুনরায় যথা-রীতি কোরান পাঠ ও কবিতা পাঠের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

অতঃপর মৌলবী মীর রফিক আলী সাহেব এম-এ, বি-টি, **হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) চরিতামৃত"** সম্বন্ধে একটি মারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) পুণ্যময় জীবনের কতিপয় হৃদয়-গ্রাহী ও শিক্ষা-পূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করতঃ শ্রোতৃ-বর্গকে আপ্যায়িত করেন। তাঁহার এই প্রবন্ধ বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতঃপর মৌলবী মোজাফর উদ্দীন চৌধুরী সাহেব বি-এ **'তাহরীকে-জদীদ'** সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করতঃ বলেন যে, হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ ছানি (আইঃ) জমাতকে এক মহা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে খোদাতা'লার ইসারায় এই 'তাহরীক' পেশ করিয়াছেন। এই তাহ্‌রিকে হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) প্রথমতঃ প্রত্যেক আহমদীকে সরল জীবন যাপন করিতে এবং দশ বৎসর যাবৎ ভোজনে এক তরকারী ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি জমাতের সক্ষম ভ্রাতাগণ হইতে ক্রমাগত ১০ বৎসর যাবৎ এক বিশেষ আর্থিক কোরবানী চাহিয়াছেন এবং বলিয়াছেন

যে, যাঁহারা দশ বৎসর যাবৎ রীতিমত এই কোরবানীতে যোগদান করিবেন তাঁহাদের মর্য্যাদা 'বদরী' সাহাবীদের (রাঃ) তুল্য হইবে এবং তাঁহারা হজরত মসিহ মাউদের আঃ প্রতি "প্রতিশ্রুত পাঁচ হাজারী সীপাহী দল" ভুক্ত হইবেন। তৃতীয়তঃ এই তাহরীকে জমাতের প্রত্যেক ব্যাক্তিকে—অন্ধই হউক আর খঞ্জই হউক—ইসলাম ও আহমদীয়তের তরক্কীর জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

অতঃপর আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব **"শ্রীকৃষ্ণ, যিশু খ্রীষ্ট ও হজরত মসিহ মাউদ আঃ"** সম্বন্ধে এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক জাতি তাহাদের নবী সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেয় তদনুযায়ী আমরা কোন নবীকেই মানিতে পারি না। যথা—হজরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে খ্রীষ্টানগণ বলে যে, জনৈকা বেশ্যা নিজ কেশ দ্বারা তাঁহার পদে তৈল মর্দ্দন করিয়াছিল। হজরত দাউদ (আঃ) ও লূত আঃ-এর প্রতি ইহুদীগণ সুরাপান ও ব্যভিচারের দোষারোপ করে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে যে-সকল বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা শ্রীকৃষ্ণকে মন্দ বলিতে পারি না। যাঁহারা হাজার হাজার বৎসর যাবৎ কোটি কোটি লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা যে বাস্তবিকই খোদার প্রিয় ছিলেন এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। দুনিয়াতে আমরা কোন দুষ্ট লোকের উপাসক দেখিতে পাই না। ফেরাউন ও আবুজাহেলকে উপাসনা করা ত দূরের কথা, তাহাদের নাম সম্মানের সহিত উচ্চারণ করিতেই কাহাকেও দেখা যায় না। লোকে পূজা করে বলিয়া পূজিত ব্যক্তি মন্দ হইতে পারে না। হজরত ইসাকে (আঃ) খ্রীষ্টানগণ খোদা মনে করে বলিয়া হজরত ইসা (আঃ) দোষী নহেন। অনেক অলি-আওলিয়া গুজরিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ছিলেন। কিন্তু আজকাল লোক তাঁহাদের কবরকে পূজা করে বলিয়া তাঁহারা দোষী নহেন।

অতঃপর অল্লামা সাহেব বলেন যে, অনেক মোসলেম ওলামাও বলিয়া গিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দেউবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাসেম সাহেব নানতবী ও মীরজা মজহার জান জানান সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি কোরান হইতে-ও এক আয়েত পেশ করিয়া বলেন যে, দুনিয়াতে এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে আল্লাহতা'লা কোন নবী আবির্ভূত করেন নাই এবং কতিপয় নবীর নাম মাত্র কোরানে উল্লেখ হইয়াছে, অবশিষ্ট নবীদিগের নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

অতঃপর আল্লামা ছাহেব শ্রীকৃষ্ণের 'যমুনার তীরে বাঁশী বাজান', 'কদম্ব বৃক্ষের ডালে বসিয়া বাঁশী বাজান' 'গোপীদের সঙ্গে কেলি করা', 'মাখন চুরি', 'স্নান করিবার সময় গোপীদের কাপড় চুরি করিয়া নেওয়া' 'সুরাপান'—ইত্যাদি রূপক কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য ও আধ্যাত্মিক অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, ইসলামিক পারিভাষায়ও এরূপ রূপক কথার ব্যবহার আছে। যথা—সুবিখ্যাত পার্শিয়ান কবি মৌলানা রুম গাহিয়া গিয়াছেন—

بشنو از نی چو شکایت میکند

অর্থাৎ "বাঁশীর নালিশ শোন।" তদ্রূপ কোরান শরীফে বলা হইয়াছে—نفخ فی الصور—অর্থাৎ "যখন বাঁশী বাজান হইবে"। তদ্রূপ ধর্ম্ম-বিধানকে বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়া কোরান শরীফে বলা হইয়াছে—

مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة

অর্থাৎ, "পবিত্র বাণী উৎকৃষ্ট বৃক্ষের মত"।

তদ্রূপ দুগ্ধ সম্বন্ধে হজরত রসুল করীম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, কেহ যদি স্বপ্নে দেখে যে, সে দুগ্ধ পান করিয়াছে, তবে ইহার তাবীর হইবে তাহার আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হইবে। এইরূপে মাখন-চুরির অর্থ—জ্ঞানের সার আহরণ হইতে পারে। বস্ত্র শব্দ কোরানে তাকুয়া বা ধর্ম্ম পরায়নতার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা— لباس التقوى তদ্রূপ সুরাপান শব্দ-ও ইসলামে ঐশী-প্রেমের অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জগদ্বিখ্যাত পারশীয়ান কবি দেওয়ান হাফিজ বলিয়াছেন—

بمی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

—অর্থাৎ "সুরা দ্বারা সেজদা স্থান রঞ্জিত কর।"

মোট-কথা, বক্তা এবং যাহার সম্বন্ধে বলা হয় তাহার মর্য্যাদা অনুসারে বক্তৃতার অর্থ নেওয়া হয়। কোন গুণ্ডা যদি সুরাপানের কথা বলে তবে আমরা বাজারের মদই বুঝিব, কিন্তু কোন অলি-আওলিয়া যদি সুরাপানের কথা বলেন তবে সুরাপান দ্বারা ঐশী-প্রেমই বুঝাইবে।

অতঃপর মৌলবী আব্দুল জব্বর সাহেব বি-এ, বি-টি, এইচ ডিপ-এড্‌ "ইংলণ্ডে আহমদীয়ত, সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলেন যে, ইংলণ্ডবাসীর আচার-ব্যবহার ইসলাম ও আহমদীয়তের প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে তথায় ইসলামের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এ পর্য্যন্ত তথায় প্রায় দশ সহস্র ইংরাজ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অতঃপর তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই যুদ্ধের ফলে পাশ্চাত্যে ইসলাম প্রচারের সুযোগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অতঃপর খাঁন সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বি-এ, বি-টি, ভূতপূর্ব্ব লণ্ডন ও জার্ম্মাণ মিশনারী **"জগতে প্রকৃত শান্তি কেবল আহমদীয়তই স্থাপন করিতে পারে"** এসম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্ব-প্রথম তিনি আহমদীয়ত জিনিষটা কি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, হজরত রসুল করীম (সাঃ) যে ইসলাম পেশ করিয়াছিলেন—যাহা হইতে বর্ত্তমান মোসলমানগণ বহু দূরে সড়িয়া পড়িয়াছে—সেই ইসলামই আহমদীয়ত। সুতরাং বর্ত্তমান মোসলমানদের ইসলাম ও আহমদী সম্প্রদায়ের ইসলামে অনেকটা তফাৎ আছে। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত ইসলামকেই আহমদীয়ত বলা হয়।

আল্লাহ বলিয়াছেন যে, ইসলামই জগতের একমাত্র আশ্রয়স্থল। ইসলাম দ্বারা জগতে কেমন করিয়া প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জুমার খোৎবায়—

ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى

অংশটুকু আবৃত্তি করিয়া বলেন, এই বাক্যটী প্রত্যেক জুমার খোৎবায়ই আবৃত্তি করিতে হয় এবং প্রত্যেক জুমায় ইহা আবৃত্তি করার ব্যবস্থা থাকায় বুঝা যায় যে, ইহার গুরুত্ব অত্যধিক। বাস্তবিকই এই বাক্যের শিক্ষা যদি স্মরণ রাখা ও পালন করা যায়, তবে জগতের ব্যক্তিগত জীবনের, সমাজগত জীবনের ও আন্তর্জাতিক জীবনের বহু সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। 'আদল' দ্বারা ন্যায়পরায়ণতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। তৎপর বলা হইয়াছে, শুধু ন্যায়পরায়ণই হইবে না, বরং 'এহসান'ও অর্থাৎ পরের উপকার করিবে। তারপর আবার বলা হইয়াছে, পরের উপকার এমন নিঃস্বার্থ ভাবে করিবে যেমন মাতা সন্তানের সেবা করিয়া থাকে, অর্থাৎ কোন কিছুরই আশা না করিয়া কেবল সহানুভূতি ও প্রেমের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া পরোপকার করিবে। তারপর বলা হইয়াছে—'ফাহাশ' ও 'মুনকার' হইতে বাঁচিয়া থাকিবে—অর্থাৎ প্রকাশ্য ও আভ্যন্তরীণ লজ্জাকর কার্য্য হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। তৎপর বলা হইয়াছে 'বাগাওতা'—অর্থাৎ কুকার্য্যে বাহাদুরী করা রূপ বিদ্রোহ হইতে—মানবতার বিদ্রোহাচরণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে, অর্থাৎ জগতে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, জাতিতে-জাতিতে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব কায়েম করিবে। এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যেই আজ আহমদীগণ জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং এই শিক্ষা দ্বারাই জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে।

অতঃপর মৌলবী গোলাম ছামদানী খাদিম সাহেব বি-এল **"জগতে আহমদীয়তের বিস্তার"** সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করতঃ বলেন যে, ১৮৮১ ইং মার্চ্চ মাসে হজরত মসিহ্‌ মাওউদ (আঃ) নিম্ন-লিখিত ঐশী-বাণী লাভ করেন :—

قل انی امرت وانا اول المؤمنین

"বল, আমি প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছি, আমি প্রথম বা শ্রেষ্ঠ মোমেন"

অতঃপর তিনি দীক্ষা নেন ১৮৮৯ সনে। তাঁহার আবির্ভাব স্থান কাদিয়ান ছিল একটি গণ্ডগ্রাম—যাহাতে না কোন পোষ্ট অফিস, না রেল ষ্টেশন, না কোন স্কুল ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহার খ্যাতি পঞ্চ মহাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর বক্তা দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে—যথা আফগানিস্থান, পার্সিয়া, বুখারা, তুর্কিস্থান, চীন, জাপান, সুমাত্রা, জাভা, আপার বর্ম্মা, ভারতের সর্ব্বত্র, ইউরোপ, আফ্রিকা, ও সুদূর আমেরিকায় পর্য্যন্ত কেমন করিয়া আহমদীয়ত বিস্তৃতি লাভ করে ও তথায় আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা বর্ণনা করেন।

মহিলা অধিবেশন

১০ই ও ১১ই অক্টোবর পুরুষদের অধিবেশন শেষ হইলে ১২ই অক্টোবর মহিলাদিগের অধিবেশন হয়। আমাদের ভূতপূর্ব্ব বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর মরহুম প্রফেসার আবদুল লতীফ সাহেবের সহধর্ম্মিণী—মোসাম্মত সৈয়দা আজীজুন্নেছা সাহেবার সভাপতিত্বে সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় কতিপয় বালিকা কোরান শরীফ, নজম ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব এবং খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব, আমীর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়া—নারী-জাতির কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব, ইসলামে নারীর স্থান, একাধিক বিবাহ ও পর্দ্দা ইত্যাদি বিষয়ে সার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। মৌলানা জিল্লুর রাহমান সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় কোরানের আয়াত হইতে ইসলামে নারীর স্থান ও মর্য্যাদা বুঝাইয়া বলিয়া আহমদী নারীগণকে ইসলামের আদর্শে ও কোরানের শিক্ষানুসারে নিজ জীবন গঠন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।

খান সাহেব, মৌলবী মোবারক আলী সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, একমাত্র ইসলামই নারীকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে স্বত্বাধিকার এবং বিবাহের পর নিজ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে নিজের ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছে। ইসলাম স্ত্রী-লোকদিগকে খোলা বা কোর্টের সাহায্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়াছে। বিবাহিতা নারী প্রয়োজন বোধ করিলে কাজী বা জজের নিকট আবেদন করিয়া বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিতে পারে। এই অধিকার জগতে আর কোন ধর্ম্ম স্ত্রী-লোকদিগকে দেয় নাই। ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্য বিভিন্ন কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্ধারণ করতঃ প্রত্যেককে নিজ নিজ কার্য্য-ক্ষেত্রে কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা দান করিয়াছে। নারী-পুরুষ প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নিজ নিজ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়া যায় তবেই মানব-জীবন সুখের বা 'জান্নাতী' জীবন হইতে পারে। সন্তান প্রতিপালন ও সন্তানের তরবীয়ত ও গৃহ-কর্ম্ম পরিচালনের ভার ইসলাম নারীর হাতে সমর্পণ করিয়াছে। ইসলাম বলে, মাতার পদ-তলে 'জান্নাত' বা স্বর্গ রহিয়াছে। নারীর অপর প্রধান কর্ত্তব্য ইসলাম সেবার কার্য্যে পুরুষদিগকে যথা-সাধ্য সাহায্য করা—স্বয়ং সেবা করা এবং পুরুষকে সেবা-কার্য্যে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান। রসুল করীমের (সাঃ) সাহাবাগণের মধ্যে মহিলাগণ কেমন করিয়া পুরুষদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ দিতেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বক্তা বলেন, জনৈক সাহাবীর একটি পুত্র-সন্তান ভয়ানক রুগ্ন ছিল। এমন সময় জেহাদের হুকুম আসিলে তিনি পুত্রকে রুগ্নাবস্থায় রাখিয়াই জেহাদে চলিয়া গেলেন। স্ত্রী তাহাকে বিন্দুমাত্রও বাধা প্রদান করিলেন না। সাহাবী জেহাদে গেলে পর সন্তানটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জেহাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে পুত্রের মৃত্যু-খবর না জানাইয়া সর্ব্ব-প্রথম তাঁহার বিশ্রাম ও পানাহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুত্রের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, পুত্র আরামেই নিদ্রা যাইতেছে, বলিয়া তিনি স্বামীকে আশ্বস্ত করিলেন। অতঃপর স্বামীর পূর্ণরূপে বিশ্রাম ও পানাহার শেষ হইলে পর প্রকৃত ঘটনা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন। সাহাবীগণের স্ত্রীগণ ধর্ম্মের সেবায় স্বামীকে এইরূপেই সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিতেন। অতঃপর বক্তা এই আগ্রহ প্রকাশ করেন যে, আহমদী নারীগণও ছাহাবীগণের নারীদিগের ন্যায় ইসলাম সেবায় কোরবাণী ও ত্যাগের মহান আদর্শ প্রদর্শন করিবেন। তাঁহার বক্তৃতার পর দোয়া করিয়া সভার কার্য্য শেষ হয়। খোদাতালার ফজলে কন্‌ফারেন্সের কার্য্য অতি সফলতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

সাত দিবস নফল রোজা রাখ ও দোয়া কর

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ ছানির (আইঃ) ১৮ই অক্টোবর, ১৯৪০ তারিখের খোৎবার সার-মর্ম্ম]

সুরা ফাতেহা পাঠের পর বলেন :—

আমার শরীর নিতান্ত অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও এই রমজানের দিনে আর একটি জুম্মা হারাণ আমি কিছুতেই পছন্দ করিতে পারি নাই; অতএব যে প্রকারেই হউক, নিজে আসিয়া জুম্মা পড়ানই আমি উচিত মনে করিলাম। অসুখ ও সুস্থতা মানুষের সঙ্গে লাগাই আছে। আল্লাহ্‌তা'লার নবী, অলী বা ছালেহ্‌ কেহই ইহা হইতে মুক্ত নহেন। তদ্রূপ দুষ্ট লোকগণও ইহা হইতে মুক্ত নহে। তবে মোমেনের যখন কোন রোগ হয় তখন তাহার নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য তাহা মঙ্গলকর হয়। আর গয়ের-মোমেনের কোন রোগ হইলে তাহার নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য তাহা এব্‌তোলা বা পরীক্ষার কারণ হয়।

সম্প্রতি বাহির হইতে আমার নিকট কয়েকটি চিঠি আসিয়াছে যাহাতে লিখা আছে যে, গয়ের-মোবাইনগণ আজকাল আমার সম্বন্ধে এই দাবী করিতেছে যে, আমার বয়স ৫২ বৎসরের অধিক হইবে না এবং আমি এই সময়ে নিশ্চয়ই মারা যাইব।

জীবন-মরন ত আল্লাহ্‌তা'লার হাতে। কিন্তু মোবাইনগণ যদি বাস্তবিকই একথা বলে এবং তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দেয়, তবে আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করিয়া দিবেন।

কতিপয় মোনাফেকও আমার সম্বন্ধে বলিতেছে যে, আমি বর্ত্তমান রোগ হইতে আর বাঁচিব না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, রোগ ও স্বাস্থ্য আল্লাহ্‌তা'লার হাতে এবং তাঁহারই ইচ্ছায় হয়। দুনিয়াতে এমন কেহ নাই, যে কখনো রোগ-গ্রস্ত হয় নাই, বা মৃত্যুর কবল হইতে চিরতরে নিরাপদ আছে। দুনিয়াতে লোক রুগ্নও হইতেছে এবং মৃত্যু-মুখেও পতিত হইতেছে। দুনিয়াতে মাত্র একজন লোকই এরূপ ছিলেন যাঁহাকে জীবিত বলিয়া লোকে ধারণা করিত। কিন্তু তাঁহাকেও আমরা মৃত বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছি। যাহা হউক, এতদ সত্ত্বেও খোদা সেই মোনাফেকদিগকে এই আনন্দ করিবার সুযোগ দেন নাই এবং তাহাদের দাবী ব্যর্থই হইয়াছে।

শাওয়াল মাসে সাত রোজা

অতঃপর আমি কতিপয় নফল রোজা সম্বন্ধে ঘোষণা করিতে চাই যাহা আমাদের জমাত প্রত্যেক বৎসরই রাখিয়া আসিতেছে। আমি শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন রমজানের রোজাও রাখিতেছি না। এরূপ অবস্থায় আমার মুখে এই তাহ্‌রিক করা শোভা পায় না। কিন্তু জমাতের সংগঠনের জন্য কৌমের নেতাকে কখন কখন এরূপ অবস্থায়ও হুকুম দিতে হয়।

অতএব আল্লাহ্‌তা'লার নিকট আমি আমার ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এবারও, ইনশা-আল্লাহ, রমজানের পর শাওয়াল মাসে সাতটি রোজা রাখিতে হইবে। পূর্ব্বের মত এই রোজা প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রাখা হইবে এবং ঈদের পর প্রথম সোমবার হইতে আরম্ভ হইবে। এই সকল রোজায় বন্ধুগণ বিশেষ ভাবে দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা **বর্ত্তমান যুদ্ধের কুফল হইতে ইসলাম ও আহমদীয়তকে নিরাপদ রাখেন।** যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা যাহারা অবগত নহে তাহারা বুঝিতে পারে না যে, অবস্থা কেমন ভীষণ আকৃতি অবলম্বন করিতেছে। যাহারা প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, **দুনিয়ার অবস্থা বাহ্যতঃ যাহা দৃষ্ট হয় তদপেক্ষা অনেক অধিক ভয়ঙ্কর** এবং বিগত সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের খোতবায় যেমন আমি বলিয়াছিলাম, বাস্তবতঃ যে সকল 'এত্তেহাদ' বা যোগাযোগ দৃষ্ট হয় তদপেক্ষা অনেক অধিক ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ রহিয়াছে এবং তাহাও আবার অনবরতঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কখনো এক জনের সহিত এবং কখনো আর এক জনের সহিত যোগাযোগ হইতেছে। এই সকল ভিতরকার ষড়যন্ত্র যদি দুনিয়ার সামনে আসে তবে দুনিয়ার লোক অবাক হইয়া যাইবে এবং ভীত হইয়া বলিয়া উঠিবে, না জানি এখন কি হইবে।

আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এসম্পর্কে বহু গয়েবের খবর বা ভবিষ্যৎ ঘটনা জ্ঞাত করিয়াছেন। তাহার অধিকাংশই আমি আমার কতিপয় বন্ধুর নিকট বর্ণনা করিয়াছি এবং তাহার কতক বিষয় পূর্ণও হইয়াছে। কিন্তু এখন তাহা বর্ণনা করিবার সময় না। এখন আমি কেবল এই বলিতে চাই যে, **দুনিয়াতে বহু বিপদাপদ উদ্ভূত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষও এই সকল বিপদাপদ হইতে নিরাপদ নহে, বরং অত্যধিক বিপদের মুখে।** বর্ত্তমানে জাতি-সমূহ যেন জুয়া খেলিতেছে এবং তাহারা মনে করে যে, প্রাণ রক্ষার জন্য দরকার হইলে কোন কোন দেশ অপরকে দিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরের মধ্যে দেশগুলির বণ্টন করিয়া বলিতেছে, এই দেশের অমুক অংশটুকু নিয়া আমাদের সাহায্য কর। আজকাল যেন মানুষের প্রাণ ও দেশের মূল্য সিকি-দুয়ানির মত, বরং তদপেক্ষাও কম। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষের অস্তিত্বই বা কি, ভারতবর্ষের ত যথেষ্ট যুদ্ধের সরঞ্জাম বা মোকাবেলা করিবার শক্তি বা সাহসও ছিল না।

যে-সকল রাজ্যে সৈন্য আছে, যে-সকল রাজ্যে উরু-জাহাজ আছে, যাহাদের নিকট সামুদ্রিক জাহাজ আছে, যাহাদের নিকট তুপ ও বড় বড় ট্যাঙ্ক আছে, সেই সকল দেশও আজ বণ্টন হইতেছে। এমতাবস্থায় এই নিরাশ্রয় দেশ সম্পর্কে কি আশা করা যায় যে, উহা শত্রুর সম্মুখীন হইতে পারিবে?

এদেশের অনেক হিন্দু গরুর পূজা করে, এবং গরুর অবস্থা এই যে, যে-ই উহার কাণ ধরে তাহার সঙ্গেই উহা চলিতে আরম্ভ করে এবং যে-মূল্যে ইচ্ছা উহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। আমার মনে হয় এই শেরকের জন্যই আল্লাহ্‌তা'লা ভারতবাসীকে এই বলিয়া সাজা দিয়াছেন যে, "তোমরা যেহেতু গরুকে আমার শরীক করিয়াছ, অতএব আমিও তোমাদিগকে

গরুর মতই করিয়া দিতেছি। যাও, দুনিয়াতে অপরের হাতে বিক্রিত হইতে থাক।" যদি ভারতবর্ষ এই শেরক হইতে পবিত্র থাকিত এবং ভারতবাসী বুদ্ধির সহিত কাজ করিয়া গরুর পূজা না করিয়া আল্লাহ্‌তা'লার পূজা করিত, তবে সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে গরুর স্থানে মানবতার কোন উচ্চ মর্য্যাদা দান করিতেন। কিন্তু যেহেতু তাহারা শেরক করিয়াছে, তাই গরু যেমন বিক্রিত হয় তাহারাও বিক্রিত হইতেছে এবং গরু যেমন অপরকে দুধ দিয়া নিজে ভূষী খাইয়া জীবন যাপন করে, তদ্রূপ ভারতবর্ষ হইতেও অপর জাতি-সমূহ লাভবান হইতেছে, কিন্তু ভারতবাসীকে কেহ জিজ্ঞাসাও করে না।

অতএব ভারতবর্ষের জন্য বহু বিপদ রহিয়াছে। ভারতের নিকট নিজ আত্ম-রক্ষার পূর্ণ সরঞ্জামও নাই। যে যুদ্ধ-সরঞ্জাম সম্বন্ধে ভারতবাসী সর্ব্বদা এই আপত্তি করিতেছিল যে, গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ-সামগ্রী প্রস্তুত করিতে অপরিমিত ব্যয় করিতেছে, সেই সরঞ্জাম আজ এত নগন্য বোধ হয় যে, মনে হয়, যেন গবর্ণমেণ্ট ভারতের হেফাজতের জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন কিছুই করেন নাই। প্রকৃত কথাও এই যে, ভারতের নিকট যুদ্ধ-সামগ্রী এত কম যে, কোন বড় শক্তি যদি ভারত আক্রমণ করে তবে ভারত ব্রিটিশের সাহায্য ছাড়া দুই দিনও উহার মোকাবিলা করিতে পারিবে না। আল্লাহ্‌তা'লা যদি সময় দিয়া দেন এবং যুদ্ধ দীর্ঘ হইয়া যায় এবং আমেরিকা হইতে যে-উরুজাহাজ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে তাহা সংগৃহীত হইয়া যায়, তদ্রূপ ট্যাঙ্ক ও পাইলটও প্রস্তুত হইয়া যায়, তবে অন্য কথা। নতুবা বর্ত্তমানে তো ভারত কেবল ইংরাজদের প্রভাবেই বাঁচিয়া আছে।

ইংরাজের জন্য দোয়া কর

অতএব যে-ব্যক্তি মনে করে যে, আজ ভারত ইংলণ্ড হইতে পৃথক হইয়া কোন শক্তি লাভ করিতে পারে, সে অজ্ঞ। আজ ভারত ও ইংলণ্ডের ভাগ্য একই পাল্লায় রহিয়াছে। এক জন অবনত হইলে অপর জনও অবনত হইবে, এক জন উন্নত হইলে অপর জনও উন্নত হইবে। এই অবস্থার জন্য কে দায়ী সে-প্রশ্ন এখন নাই। দায়ীত্ব যাহার উপরই হউক, অবস্থা কিন্তু ইহাই যে, ভারতের হেফাজতের দায়িত্ব ইংলণ্ডের উপর ন্যাস্ত। অতএব এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের দুর্ব্বলতা ভারতবর্ষের জন্য কঠোর ক্ষতিকর এবং মারাত্মক হইতে পারে।

অতএব বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা এমন উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন যাহা ইসলাম, আহ্‌মদীয়ত এবং আমাদের স্বদেশের জন্য মঙ্গলকর হয়। সঙ্গে সঙ্গে **এই দোয়াও করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা এই বিপদের সময় ইংলণ্ডের সাহায্য করেন।** কারণ আমার বিবেচনায় ইংলণ্ড মজ্‌লুম (অত্যাচারিত) এবং উহার প্রতিপক্ষ জালেম বলিয়া বোধ হয়। আমি এস্থলে "আমার বিবেচনা" বলিয়াছি, "আমাদের বিবেচনা" বলি নাই; কারণ আমি জানি না, তোমরা আমার সঙ্গে এবিষয়ে একমত কি-না। আমার এই বিবেচনা ভুল-ও হইতে পারে, কারণ প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ্‌তা'লাই অবগত আছেন। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে এ-পর্য্যন্ত এ-কথাই বলে যে, ইংরাজ মজ্‌লুম।

সুতরাং যে-সকল বন্ধুর বিবেচনায় জার্ম্মেণী জালেম এবং ইংরাজ মজলুম তাঁহাদের নিকট আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্ম, সিলসিলা ও দ্বীনের হেফাজত ও উন্নতির উপকরণের জন্য দোয়া করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের জন্যও—যাহার সহিত ভারতের ভাগ্যও জড়িত আছে—দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা উহাকে সাহায্য করেন এবং বর্ত্তমান বিপদ হইতে উহাকে রক্ষা করেন।

দোয়া আদেশ দ্বারা করান যায় না। দুনিয়ার কোন ব্যক্তি—আমিই হই বা অন্য কেহই হউক—তোমাদের দেল হইতে এই দোয়া বাহির করিতে পারেন না, বরং আল্লাহ্‌তা'লাও এরূপ দোয়া কাহারো দেল হইতে বাহির করেন না, যে-পর্য্যন্ত না সে নিজকে তাঁহার সমীপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দেয়। অতএব দোয়া করা না করা তোমাদের স্বেচ্ছাধীন।

অতএব আমি তোমাদের প্রত্যেককেই এই দোয়া করিতে বলি না। অবশ্য ইসলাম ও আহমদীয়তের জন্য দোয়া করিতে আমাদের জমাতে কেহ অপ্রস্তুত আছে বলিয়া আমি ধারণাও করিতে পারি না। এরূপ যদি কেহ থাকিয়া থাকে, তবে সে আহমদীই নহে। তদ্রূপ নিজ দেশের জন্য দোয়া করিতে কেহ অপ্রস্তুত আছে বলিয়াও আমি ধারণা করিতে পারি না। অতএব এই দুই বিষয়ে আমি একথা বলি না যে, তোমরা আমার সহিত একমত হইলে দোয়া করিও, কারণ এই দুই বিষয়ে তোমাদের দিল হইতে স্বতঃই দোয়া বাহির হইয়া আসিবে।

অতএব যাহারা উপরোক্ত বিষয়ে আমার সহিত একমত এবং মনে করেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন আহমদীয়তের প্রচার অধিক সুবিধার সহিত হইতে পারে তাহাদের পক্ষে ব্রিটিশের জয়ের জন্য দোয়া করা 'ফরজ'। ইংরাজ-রাজ্যে প্রচারের সুবিধা হইবার কারণ এই যে, তাহাদের মধ্যে কতক লোক ধর্ম্ম-বিষয়ে উদাসীন বলিয়া তাহারা ধর্ম্ম-বিষয়ে অধিক হস্তক্ষেপ করে না এবং কতিপয় লোক বাস্তবিকই উদার-চিত্ত। মোটকথা, তাহাদের কতিপয় লোকের ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা এবং কতিপয় লোকের উদারতা আমাদের হিতে আসে।

অতএব যে-সকল বন্ধু মনে করেন যে, ব্রিটিশ রাজ্যে আহমদীয়ত উত্তমরূপে বিস্তার লাভ করিতে পারে, তাহাদের পক্ষে ব্রিটিশের জন্য দোয়া করা 'ফরজ'। ব্রিটিশ জাতির ধর্ম্মের প্রতি উদাসীনতা এবং তাহাদের সংস্কার-মুক্ততা আমাদের পক্ষে কল্যাণকর এবং তাহা সিলসিলা ও ইসলামের হিত সাধন করিতেছে। একথা বুঝিতে পারিয়াও যাহারা তাহাদের জন্য দোয়া করিতে পরাঙ্মুখ, আমার মতে তাহারা ধর্ম্মের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। অবশ্য যাহারা ইহা বুঝিতে অক্ষম, আমি তাহাদিগকে দোয়া করিতে বলি না; কারণ তাহারা যখন একথা বিশ্বাস করে না যে, বিটিশের জয়ে ইসলামের মঙ্গল, তখন তাহাদিগকে দোয়া করিবার জন্য কেমন করিয়া বলা যায়!

তাহরিক-জদীদের চাঁদাদাতাগণের জন্যও দোয়া কর

বন্ধুগণ অবগত আছেন যে, আমি তাহরিক-জদীদের চাঁদা দ্বারা এরূপ এক স্থায়ীফাণ্ড গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছি, যাহার ফলে তবলীগ-কার্য্য সাধারণ চাঁদার বৃদ্ধি বা ঘাটতি দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়। যাঁহারা এই কার্য্যে যোগদান করিতেছেন, তাঁহারা

ধর্ম্ম-প্রচারের এক স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। যদি আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে এই কার্য্যে সফলতা দান করেন, তবে তাঁহারা কার্য্যতঃই এই ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা হইবেন, আর যদি আল্লাহ্‌তা'লার কোন হেকমতের মাতাহাত ইহাতে কৃতকার্য্যতা লাভ না-ও হয়, তবু খোদাতা'লার নিকট তাঁহারা স্থায়ী-ভিত্তির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই গণ্য হইবেন। অতএব এরূপ কোরবানীকারী বন্ধুগণের এই 'হক' আছে যে, তাহাদের জন্য জমাতের সকল বন্ধুগণ দোয়া করেন। যাহারা নিজ অক্ষমতা বশতঃ, বা এই তাহরিক স্বেচ্ছাধীন বলিয়া ইহাকে এত প্রয়োজনীয় মনে না করার দরুণ, ইহাতে যোগদান করেন নাই, তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ যোগদানীকারীদের জন্য দোয়া করা একান্ত আবশ্যক, যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদের কোরবানী কবুল করেন, তাঁহাদিগকে পুণ্যের পথে অগ্রসর করেন এবং এবং তাঁহাদের পরিণাম ভাল করেন। কারণ, প্রকৃত-পক্ষে সেই ব্যক্তিই পুণ্যবান যাঁহার পরিণাম পুণ্যময় হয়। এই কথার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াই আল্লাহ্‌তা'লা কোরান-করীমে হজরত ইয়াকুবের (আঃ) এই উপদেশ তাঁহার সন্তানের প্রতি, বর্ণনা করিয়াছেন— لا تموتن الا وانتم مسلمون

—অর্থাৎ, "আমি তোমাদের পরিণাম পুণ্যময় দেখিতে চাই, তোমাদের মধ্যবর্ত্তী জীবনের পুণ্য আমার লক্ষ্য নহে; সারা জীবন পুণ্য কাজ করিয়াও যদি তোমাদের পরিণাম "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ"এর উপর না হয় তবে তোমরা একদিকে যাইবে, আর আমি একদিকে যাইব।"

দুনিয়াতে এমন কোন পিতা নাই যিনি সন্তানকে নিজের নিকট রাখিতে আকাঙ্খা না রাখেন। পরকালেও এই আকাঙ্খা বিদ্যমান থাকিবে এবং আল্লাহ্‌তা'লা পরকালে পিতামাতার এই আকাঙ্খার অত্যন্ত কদর করিবেন এবং নিজ সাধারণ কানুন পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবেন। সন্তান সে-স্তরের ইমানদারই হউক না কেন, আল্লাহ্‌তা'লা তাহাকে মাতাপিতার নিকট রাখিবেন। ইমানের যদি কোটি কোটি স্তর হয়, এবং সন্তান দশম স্তরে থাকে ও পিতা কোটির স্তরে থাকে, তবে আল্লাহ্‌তা'লা পিতার আকাঙ্খা পূর্ণ করিবার জন্য দশম স্তর হইতে সন্তানকে কোটির স্তরে উপনীত করিবেন তবু পিতাকে সন্তানের বিরহ ভোগ করিতে দিবেন না। তদ্রূপ সন্তান যদি স্বর্গের উচ্চতম স্তরে থাকে এবং মাতাপিতা নিম্ন স্তরে থাকেন তবু আল্লাহ্‌তা'লা মাতাপিতাকে উন্নীত করিয়া সন্তানের নিকট নিয়া যাইবেন।

বস্তুতঃ মাতাপিতার আকাঙ্খার সে-থানে অত্যন্ত 'এহ্‌তোরাম' বা সম্মান করা হইবে। এই কথার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়া হজরত ইয়াকুব (আঃ) বলিয়াছিলেন, "হে পুত্রগণ! মৃত্যুর পর তো আমরা এই আকাঙ্খা নিয়া থাকিব যে, এখনই আমাদের সন্তানগণ আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হইবে এবং আমরা একত্রে বাস করিব, কিন্তু তোমাদের 'আমল' বা ধর্ম্মজীবন যদি ভাল না হয় তবে আমাদের এই আকাঙ্খা 'দিলে-ই' থাকিয়া যাইবে—তোমরা একদিকে চলিয়া যাইবে এবং আমরা এক দিকে চলিয়া যাইব। অতএব হে পুত্রগণ! তোমরা আমার এই উপদেশ স্মরণ রাখিও যে, মৃত্যুর সময় যেন "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ" এর উপর তোমাদের মৃত্যু হয়, যেন আমরা সকলে পরকালে একত্র থাকিতে পারি এবং আমাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ না ঘটে।

বস্তুতঃ, পরিণামের উপরই সব নির্ভর করে। অতএব অপরের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া এই যে, "খোদাতা'লা তাহার পরিণাম উত্তম করুন"। পরিণাম যাহার ভাল হয় তাহার সারা জীবনই ভাল হইয়া যায়। আর যাহার পরিণাম মন্দ হয় তাহার সারা জীবনই মন্দ হইয়া যায়।

অতএব যাহারা এই তাহরিকে যোগদান করেন নাই তাহাদের পক্ষে যোগদানকারীদের জন্য এই দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্‌-তা'লা তাহাদের পরিণাম ভাল করেন, এবং তাহাদের 'নিয়ত' ও উদ্দেশ্য উত্তমরূপে পূর্ণ করেন। যোগদানকারীদেরও দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্‌তা'লার ফজল অবতীর্ণ হয় এবং তিনি আমাদের নগণ্য চেষ্টায় বরকত দেন এবং তাহার সুফল প্রসূত করেন।

এইরূপে, তবলীগে-ইসলামের স্থায়ী ফাণ্ড গঠনে যে-বাধাবিঘ্ন আছে তাহা দূরীভূত হইবার জন্যও দোয়া করা উচিত এবং আল্লাহ্‌তা'লার নিকট এই আবেদন করা উচিত যেন তিনি এই স্থায়ী ফাণ্ড গঠনে আমাদের সহায় হন যাহা দুনিয়ার কেনারায় কেনারায় ইস্‌লাম ও আহমদীয়ত প্রচারের সহায় হইবে। তদুপরি যাহারা এই তাহরিকে যোগদান করেন নাই, বা করিলেও যথা-শক্তি করেন নাই, কিম্বা যথা-শক্তি যোগদান করিলেও ওয়াদা এখনো পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তাহাদের জন্যও দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া তাহাদের সাহস বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে সেই লোকদের দল-ভুক্ত না করেন, যাহারা প্রস্রবনের নিকটবর্ত্তী হইয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ পিপাসার্ত্ত অবস্থায়ই প্রত্যাবর্ত্তন করে।

কোরান করীমের তফসীরের প্রচার

অতঃপর আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমি বিগত বাৎ-সরিক সম্মেলনে কোরান-করীমের তফসির প্রকাশ করিবার ওয়াদা করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ, আমার ইচ্ছা ছিল তফসীরের কাজ প্রথম হইতে আরম্ভ করি। ফলতঃ, এই উদ্দেশ্যে আমি বহু কাজ করিয়াছিলাম এবং কয়েক শত পৃষ্ঠা নোট প্রস্তুতও হইয়াছে। কিন্তু পরে আমার খেয়াল হইল যে, কোরান-করীমের তফসিরের এক অংশ কয়েক বৎসর হইল, আড়াই শত পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত ছাপান আছে, তাহাই কেন পূর্ণ করিয়া প্রথম প্রকাশ করিয়া দেই না। দশ হইতে পনর পারা পর্য্যন্ত এই তফসির ছাপাইবার ইচ্ছা ছিল এবং তফসিরের আড়াই শত পৃষ্ঠা ছাপান বিদ্যমান আছে। আমি এখন ভাবিলাম, যদি প্রথম 'পারা' হইতে তফসির আরম্ভ করা হয় তবে এই হিস্যাটুক এমনি পড়িয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে ইহা প্রকাশিত করিয়া দিলে কাগজও নষ্ট হইবে না এবং কাজও শীঘ্র সম্পন্ন হইবে। অতএব তফসিরের এই অংশটুকু পূর্ণ করা হইয়াছে।

এই হিস্যাটুক সুরাহ ইউনুস হইতে আরম্ভ হইলেও, কোরান-করীম এরূপ কেতাব যে, যে-খান হইতেই পড়া যায়, 'নুর' ও 'হেদায়ত' লাভ করা যায়,—যেমন রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—

اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم

—অর্থাৎ, "আমার সকল ছাহাবীই নক্ষত্র স্বরূপ। তাঁহাদের মধ্য হইতে যাঁহারই তোমারা 'এত্তেবা' বা অনুসরণ করিবে, হেদায়ত পাইবে"। কোরান করীমের অবস্থাও তদ্রূপ—যেখান হইতেই পড়া যায়, হেদায়তের ধনাগার লাভ করা যায়। খোদাতা'লার ফজলে এই কাজের বৃহদাংশ আমি পূর্ণ করিয়াছি এবং ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সাত আট শত পৃষ্ঠা সম্বলিত এক বৃহৎ খণ্ড প্রকাশিত হইব। 'হাকীকতুল ওহী' কেতাবের সাইজে করিলে তের চৌদ্দ শত পৃষ্ঠার কেতাব হইবে। আগামী বার্ষিক সম্মেলন পর্য্যন্ত ইনশা-আল্লাহ্, এই খণ্ড প্রকাশিত হইবে। এ সম্বন্ধে আমি এক ঘোষণা এই করিতে চাই যে, যে-সকল বন্ধু ইহার মূল্য অগ্রীম দিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে ইহার এক হিস্সা (২৫৬ পৃঃ সম্বলিত) পাঠ করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা সেই হিস্সাটুক ফিরাইয়া দিবেন, যেন অবশিষ্ট হিস্সা তাহার সহিত সামেল করিয়া জিলদ বাঁধাইয়া বার্ষিক সম্মেলনের সময় তাহা তাহাদিগকে দেওয়া যায়। আর যদি ফিরাইয়া না দেন, তবু অবশিষ্ট হিস্সা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে, কিন্তু তাহা বাঁধান হইবে না, তাহা নিজদিগকে বাঁধাইয়া নিতে হইবে।

অতএব যে-সকল বন্ধু তফসিরের প্রথম হিস্সা নিয়াছিলেন, তাহা তাহারা তাহরিক-জদীদকে ফিরাইয়া দিন। বাৎসরিক সম্মেলনের সময়, ইনশা-আল্লাহ্, অবশিষ্ট হিস্সা সামেল করিয়া সাত আট শত পৃষ্ঠার একখানা পূর্ণ জিলদ তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

আজকাল কাগজের দাম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া খরচও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি আমার প্রস্তাব এই যে, এই তফসিরের মূল্য যেন অধিক না রাখা হয়। জিলদ বাঁধান তফসিরের মূল্য আমি ৫৲ টাকা প্রস্তাব করিয়াছি সাত আট শত পৃষ্ঠার কেতাব হইবে, সাইজ বড় হইবে এবং জিলদ বাঁধান হইবে।

আমি আরো ঘোষণা করি যে, প্রত্যেক স্থানের জমাত নিজ নিজ স্থানে এই তফসিরের খরিদ-দার সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং চেষ্টা করিবেন যাহাতে বাৎসরিক জলসার সময় এখান হইতে বহু কপি ক্রয় করিয়া নেওয়া যায়। ডাক-যোগে নেওয়াইলে এক এক জিলদে বার আনা বা চৌদ্দ আনা ডাক-খরচ পড়িবে।

আমাদের বন্ধুগণের পক্ষ হইতে সাধারণতঃ এই অভিযোগ করা হয় যে, কোরানের তফসির প্রকাশের কাজে বিলম্ব করা হইতেছে। আমি আশা করি, এখন তাহাদের এই অভিযোগ দূর হওয়ায় তাঁহারা এখন খরিদ-দার বাড়াইয়া নিজদের উৎসাহের অভিব্যক্তি করিবেন। নিজেও খরিদ করিবেন এবং অপরকেও খরিদ করিতে তাহরিক করিবেন। আর যাঁহারা প্রভাব-প্রতিপত্তি রাখেন তাঁহারা গয়ের-আহমদীদিগের মধ্যেও খরিদ-দার করিতে চেষ্টা করিবেন। কোরান করীম আমাদের তবলীগের কার্য্যে যথেষ্ট সহায় হইতে পারে। কারণ আমাদের অন্যান্য কেতাব পাঠ করিতে লোক পরাঙ্মুখ হইলেও কোরান করীম আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে। আমাদের অন্যান্য কিতাবে ইস্‌লাম এবং কোরানের কথাই থাকা সত্ত্বেও লোক এই ভয় করে যে, তাহারা আমাদের সিলসিলার কিতাব পাঠ করিলে, অন্য লোকে আপত্তি করিবে। কিন্তু কোরান করীম সম্বন্ধে লোকের মধ্যে এই অনুভূতি আছে যে, তাহারা খাটি অনুবাদ এবং খাটি ব্যাখ্যা পাইতেছে না, তাই তাহারা উৎসুক হইয়া কোন খাটি অনুবাদ ও উত্তম তফসিরের প্রতীক্ষা করিতেছে। বস্তুতঃ, এই তাহরিকের ফলে হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) কার্য্য সম্বন্ধে সমস্ত মোসলমানকে অনায়াসে পরিচিত করান যাইতে পারে এবং হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) দুনিয়াতে যে-মত পেশ করিয়াছেন তাহা লোক নির্ভয়ে পাঠ করিতে পারে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, কোরান-করীম আপন মর্ম্ম বক্তব্য বিষয় অনুসারে বর্ণনা করে এবং ইহাতে ঐরূপ বহুছ হয় না যেমন অন্যান্য কেতাবে হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতেও কোন সন্দেহ নাই যে, কোরান করীমের 'মতলব' বা ব্যাখ্যার উপরই আমাদের সিলসিলার ভিত্তি। হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) কিতাবে যাহা কিছু বর্ণিত আছে তাহা কোরান-করীমেরই তফসীর। অজ্ঞ লোকগণ বলিয়া থাকে, আমরা তো কোরানের তফসির লিখিয়া দিয়াছি, কিন্তু হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কোন তফসির লিখেন নাই। প্রকৃত পক্ষে, হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) সমস্ত কেতাবই কোরানের তফসির। হজরত আয়েশা (রাঃ) যেমন বলিয়াছিলেন—

كان خلقه كله القرآن

—অর্থাৎ, "তাঁহার চরিত্র জ্ঞাত হইতে হইলে, কোরান-করীম পড়িয়া লও, কোরান-করীমে যাহা কিছু লিখা আছে, তাহাই তাঁহার চরিত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে।" তদ্রূপ, আমরাও কোন বাগাড়ম্বর না করিয়া বলিতে পারি যে, হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) কেতাব-সমূহ কোরানেরই তফসির। প্রকৃত-পক্ষে, আমরা যাহা-কিছু বলি, তাহা তাঁহার বর্ণিত কথা হইতেই বলি। অবশ্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) কোরান-করীমের কোন কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু ইহাতে একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আমরা ঐ সকল আয়াতের যে-তফসির করি তাহা হজরত মসিহ মাওউদ প্রদত্ত 'নূরের'ই বরকত বা কল্যাণে করি। নবীগণের জ্ঞান বহু বিস্তৃত হয়। আমি তো আমরা নিজের বেলায়ই দেখিয়াছি যে, যখনই কোন আয়াতের তফসির লিখিতে বসি তখন উহার বহু অর্থ আমার নিকট ব্যক্ত হয় এবং আমার ইচ্ছা হয় যে, সবই লিখিয়া ফেলি। কিন্তু আবার ভাবি, যদি এই সব কথাই বর্ণনা করি, তবে তফসিরের সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠায় তাহার সঙ্কুলান হইবে কোথায়? ফলে মাত্র কয়েকটি অর্থই লিখিত হয় এবং অবশিষ্ট ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই তো গেল এক সময়ের কথা। এই আয়েতই যখন আবার পাঠ করি তখন পুনরায় আরো বহু অর্থ ব্যক্ত হইয়া পড়ে এবং তাহা কোন এক তফসিরে লিপিবদ্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অতএব কোন ব্যক্তি বিশেষের তফসিরও তাহার জ্ঞানানুসারে পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। প্রত্যহ আমরা নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করি। এইত গেল আমার অবস্থা, আর নবীগণ, যাঁহারা খোদা হইতে বিশেষ সাহায্য-প্রাপ্ত, তাঁহাদের জ্ঞান তো, আরো অসীম।

অতএব হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) যদি কোরানের কোন তফসির লিখিতেন তবে-ও হাজার হাজার কথা থাকিয়া যাইত, হাজার হাজার মর্ম্ম অপূর্ণ রহিয়া যাইত এবং হাজার হাজার বিষয় এরূপ হইত যাহা তিনি বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারিতেন না, কারণ তফসির সসীম জিনিষ, আর কোরানের তত্ত্ব অসীম। এই জন্যই তিনি কোরানের কোন স্থায়ী তফসির লিখিয়া যান নাই। অবশ্য তিনি আমাদিগকে সেই প্রদীপ দিয়া গিয়াছেন যাহার আলোতে কোরান-করীমের তফসির করিতে পারি; তিনি আমাদিগকে সেই 'পূর' বা secret শিক্ষা দিয়াছেন যাহার ফলে কোরান করীমের তফসির আমরা শিখিয়া ফেলিয়াছি এবং এমন ভাবে শিখিয়াছি যে, তাহা পূর্ণ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেও তাহা করিতে সক্ষম হই না।

প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'লা হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) সাহায্যে আমাদিগকে কোরান বুঝিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে, কোন তফসিরই পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। আমার মস্তিষ্কের কথাগুলিই যখন তফসিরে সঙ্কুলান হইতে পারে না, তখন আমাদের জমাতের যে আরো সহস্র সহস্র আহমদী আছেন তাহাদের সকলের জ্ঞান কোন এক কিতাবে কেমন করিয়া বর্ণিত হইতে পারে? তদ্রূপ ভবিষ্যতে এরূপ আরো লোকের জন্ম হইবে যাঁহাদের নিকট কোরানের নূতন নূতন তত্ত্ব ব্যক্ত হইবে এবং তাহা একত্র কোন এক পুস্তকে বর্ণনা করা একেবারেই অসম্পূর্ণ হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আহমদীয়া জমাতের মেম্বরগণ কোরান-করীমকে খোদার বাণী বলিয়া এবং তাহাতে অসীম জ্ঞান ও তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া 'একীন' রাখিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই ধারা চলিতে থাকিবে। যতদিন এই একীন বিদ্যমান থাকিবে ততদিন কোরান হইতে নূতন নূতন জ্ঞান ও তত্ত্ব বাহির হইতে থাকিবে। কিন্তু যে-দিন লোক কোরানের জ্ঞান ও তত্ত্বকে সসীম মনে করিবে এবং ভাবিবে যে, কোরান এতগুলি রুকু, এতগুলি সুরা বা এতগুলি পারার এক কেতাব এবং ইহার তফসির অমুক অমুক ব্যক্তি এরূপ এরূপ লিখিয়াছেন এবং এতদাধিক আর কোন তত্ত্ব বা জ্ঞান কোরান হইতে উদ্ঘাটিত হইবার নাই, সেই দিন কোরানের জ্ঞান লোকের জন্য বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহা হইতে আর কোন নূতন 'নূর' বা 'মারেফাত' বাহির হইবে না।

হজরত মসিহ মাওউদ (আঃ) আমাদের ভিতর এই ইমান সৃষ্টি করিয়াছেন যে, **কোরান অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার।** খোদাতা'লার শক্তি যেমন মানুষের ধারণাতীত তদ্রূপ কোরানের তত্ত্বও মানবের আয়ত্তের বাহিরে। কোরানের নব নব তত্ত্ব সর্ব্বদাই উদ্ঘাটিত হইয়া আসিতেছে এবং যুগ-প্রয়োজন অনুসারে সর্ব্বদাই উদ্ঘাটিত হইতে থাকিবে। এই দ্বার পূর্ব্বেও কখনো বন্ধ হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও কখনো বন্ধ হইবে না।

আমি কোথা হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য ত ছিল এই ঘোষণা করা যে, যাঁহারা তফসিরের প্রথম হিস্যা নিয়াছেন তাঁহারা তাহা তাহরিক-জদীদকে ফিরাইয়া দিবেন যেন তাহা অবশিষ্ট হিস্যার সহিত মিলিত করিয়া এবং বাঁধাইয়া আগামী জলসার সময় তাহাদিগকে দেওয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ বন্ধুগণ যেন ইহার খরিদ-দার সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করেন এবং যথেষ্ট খরিদ-দার সংগ্রহ করেন। আমি মৌখিক ভাবেও অনেক বন্ধু-বান্ধবকে ইহার খরিদ-দার সংগ্রহ করিবার জন্য বলিয়াছি এবং পুনরায় এই খোৎবা দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যেন সকল বন্ধুগণ নিজ নিজ স্থানে ইহার খরিদ-দার করিবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা করেন, বরং প্রত্যেক স্থান হইতে যেন বন্ধুগণ নিজদিগকে ভলান্টিয়ার স্বরূপ পেশ করতঃ প্রত্যেক শহর, বন্দর ও গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহমদী, গয়ের-আহমদী, গয়ের-মোসলেম সকলকেই ইহা খরিদ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। খরিদদারদের নিকট হইতে আপাততঃ কোন টাকা নেওয়ার আবশ্যক নাই, কেবল তাঁহাদের ওয়াদা লইয়া তাঁহাদের নাম নোট করিয়া লওয়া হউক, এবং আগামী জলসার সময় তাঁহাদের জন্য এখান হইতে একত্রে কেতাব খরিদ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমি আশা করি, বন্ধুগণ এবিষয়ে তৎপরতার সহিত কাজ করিবেন এবং এই তফসিরের জন্য যত অধিক সম্ভব খরিদ-দার সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবেন।

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক-দিবস

এ বৎসর হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ) আদেশ ক্রমে আগামী **১লা ডিসেম্বর,** সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের জীবন-চরিত আলোচনা করিবার দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মবিলম্বীদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন এবং খোদাতা'লার প্রেরিত অতীতের সকল মহাপুরুষগণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করাই এই অনুষ্ঠানের মহা উদ্দেশ্য। কোরানের ও হজরত মসিহ মাওউদের (আঃ) শিক্ষানুসারে অতীতের সকল নবী ও অবতারগণের প্রতি ইমান আনা ও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করা প্রত্যেক আহমদীর 'ফরজ' বা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব সকল বন্ধুগণই এই অনুষ্ঠানকে সফলকাম করিবার জন্য যথা-সাধ্য চেষ্টা করিবেন। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণকে বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন! এই উপলক্ষে ঢাকা, প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহ্‌মদীয়া আফিস হইতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ক্রয় করিয়া বিতরণ করা যাইতে পারে।

যুগাবতার	...	১০০ কপি	...	১৷৷০	Why I accepted Islam	১০০ কপি	...	৩৲
মহানবী	...	১০০ „	...	১৷৷০	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	১০০ „	...	১৲

জগৎ আমাদের

কাদিয়ান সংবাদ

হজরত আমীরুল-মোমেনীন (আইঃ) খোদাতা'লার ফজলে বর্ত্তমানে সুস্থ আছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার স্বাস্থ্য কায়েম রাখেন।

ঢাকা দারুৎ-তবলীগ

আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রচারক আল্লামা জিল্লুর রাহমান সাহেব বর্ত্তমানে ঢাকা দারুৎ-তবলীগে "কাদিয়ানী রদ" কিতাবের জওয়াব প্রকাশে ব্যস্ত আছেন। পুস্তকখানা তাড়াতাড়ি প্রকাশের জন্য তিনি দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। জোনাব জেনারেল সেক্রেটারী এবং জয়েণ্ট সেক্রেটারী সাহেবানও তাঁহাকে এই কার্য্যে যথা-সাধ্য সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু তথাপি কাজ তাড়াতাড়ি সমাপ্ত হইবার জন্য বন্ধুগণের বিশেষ দোয়ার আবশ্যক।

তুরস্ক কি আক্রান্ত হইবে?

গ্রীস, যুগোশ্লেভিয়া ও সম্ভবতঃ তুরস্কেরও খানিকটা করিয়া গ্রাস করিয়া ইতালী ও বুলগেরিয়া, বল্কানি নিজেদের রাজ্য বিস্তৃত করিতে চাহিতেছে। বল্কানে তাহাদিগকে এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করা জার্ম্মাণীর রুমানিয়া প্রবেশের অন্যতর কারণ হইতে পারে। পক্ষান্তরে তুরস্ক, সীরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের পথে সুয়েজ আক্রমন হয়তো জার্ম্মাণীর প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুয়েজ চড়াও করাই যদি হিটলারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয় তবে হিটলারের পক্ষে প্রথমে তুরস্ককে পরাজিত করা প্রয়োজন। কিন্তু তুরস্ক পরাজিত করা সহজ কথা নয়, কারণ তুরস্ক আক্রমণের জন্য বিশেষ রকম প্রস্তুত হইয়া আছে।

মোসলমানেরা অধিকাংশই ব্রিটেনের পক্ষে

যুযুধমান দলের উভয় পক্ষেই মুসলমান আছে; ইতালী সেনুসী উপজাতির বহুলোককে লিবীয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছে। উহাদের দলপতি সৈয়দ ইদ্রীশ কিন্তু মুসোলিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে অতিব্যগ্র অন্যান্য আরব দলপতিদেরই অন্যতম। মিশর, সীরিয়া, লেবানন, ট্রান্স জর্ডানিয়া, টিউনিস, অ্যালজেরিয়া প্রভৃতি এবং ইতালী অধিকৃত সকল অঞ্চলের মুসলমানগণের মনোভাবও ঐরূপ। যেমন অ্যালবেনিয়া অধিকারের সময় হইয়াছিল, তেমনই এখনও মুসলমানদের একমাত্র বুলি—"একজন মাত্র আল্লা আছেন; মুসোলিনী সেই আল্লার শত্রু।"

প্যালেষ্টাইনের অদূরে শত্রুসৈন্য ও মোস্‌লেম-রাজ্য

গ্রীস আক্রান্ত হওয়ায় শত্রুসৈন্য প্যালেষ্টাইনের নিকটবর্ত্তী হইল। জেরুসালেমের জনসাধারণ ইহা উপলব্ধি করিলেও মোটেই ভীত বা আতঙ্কগ্রস্ত হয় নাই। কিছুকাল ধরিয়া তাহারা এই আক্রমণ আশঙ্কাই করিতেছিল।

জার্ম্মাণীর সহায়তালাভ করিলেও মিশরকে দুই দিক হইতে আক্রমণ করিবার মতলব ইতালী খুব সহজে হাসিল করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

যদি স্থলপথে আক্রমণ চালানোই ইতালীর উদ্দেশ্য হয় তবে তুরস্কের এশিয়াস্থিত অংশ হইতেই সে তীব্র বাধা পাইবে। আর যদি ইতালী জলপথে মোস্লেম রাজ্যগুলি ভেদ করিয়া অগ্রসর হইবার প্রয়াস পায় তবে তাহারও পরিণতি সম্বন্ধে প্যালেষ্টাইনের কাহারও মনে কোনও সংশয় নাই। ইরাক প্রভৃতি সকল মোসলেম রাজ্যগুলিই বর্ত্তমানে তুরস্কের নির্দ্দেশের অপেক্ষা করিতেছে; তুরস্কের ভবিষ্যৎ নীতি অবশ্য রাশিয়ার সহিত তাহার একটা বোঝাপড়ার উপরই নির্ভর করিতেছে।

হিটলারের আত্মজীবনীর উপদেশ লঙ্ঘণ

হিটলার তাঁহার মেইন ক্যাম্প নামক আত্ম-জীবনে লিখিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীর পক্ষে আলেকজেণ্ডার দি গ্রেটের মত নিকট ও মধ্য প্রাচ্য বিজয়ের দুরাকাঙ্খায় লুব্ধ হওয়া উচিত হইবে না। ইউরোপের মধ্যস্থলে নিজ রাজ্যের বিস্তৃতি-সাধন ও তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। হিটলার নিজেই আজ তাঁহার নিজের উপদেশ বিস্মৃত হইতেছেন।

পূর্ব্ব-লণ্ডনে ভারতীয়গণের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

শ্রীযুক্ত টি, এ, রমণ একজন ভারতীয় সাংবাদিক। বর্ত্তমানে তিনি বিলাতে আছেন। লণ্ডনস্থ ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে সম্প্রতি তিনি একটি সুন্দর বর্ণনা পাঠাইয়াছেন। এখানে আমরা তাহার কিছুটা প্রকাশ করিতেছি:—

পূর্ব্ব-লণ্ডনবাসীদের অনেকেই একটা বিরাট মালগুদামের ভূগর্ভস্থ আশ্রয়ে রাত্রি-যাপন করে। ইষ্ট এণ্ডের অধিকাংশ ভারতীয়ও ঐখানেই রাত কাটায়। স্থানটি বেশ নিরাপদ; যে কোনও ভারতীয়ই ঐখানে যাইয়া সামান্য খরচে এক পেয়ালা গরম চা বা পূরা ভারতীয় খাদ্যে এক বেলার খাওয়াই সারিয়া লইতে পারে। একসঙ্গে অনেকে থাকিলে মনে একটা ভরসা পাওয়া যায়, তাহার উপর হিন্দুস্থানীতে কথা বলিতে পারাও কম সুবিধা নয়।

ইহাদের মধ্যে অনেকেই ফিরিওয়ালা। ফিরিওয়ালাদের স্বভাব যাইবে কোথায়। সেদিন দেখিলাম সেখানে চুপে চুপে একজন ঘুঁই আতর বেচিতেছে। আর একজন লস্কর হঠাৎ মস্ত জ্যোতিষী বলিয়া অনেকের হাত দেখিতেছে।

ইষ্ট এণ্ডের ভারতীয়দের সংখ্যা খুব কমিয়া গিয়াছে; এখন তাহাদের সংখ্যা চার পাঁচ শতের বেশী হইবে না। ইহাদের কেহবা ফিরিওয়ালা, কাহারও বা ছোটখাট দোকান আছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া খোদ্দামুল-আহমদীয়া

সেপ্টেম্বর মাসের রিপোর্ট

১। এই মাসে ৪৪ জনকে তবলীগ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩ জন হিন্দু, ৪১ জন গয়ের-আহমদী।

২। এই মাসে ৪ জন রোগীর তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ জন আহমদী, ৩ জন গয়ের-আহমদী।

৩। এই মাসে ৭ জন বিধবার খবরগিরী করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১ জন আহমদী, ৬ জন গয়ের-আহমদী।

৪। এই মাসে ৩০ জনকে নামাজের জন্য জাগ্রত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮ জন আহমদী, ১২ জন গয়ের-আহমদী।

৫। এই মাসে ২২ জন অতিথির সেবা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ২ জন আহমদী, ২০ জন গয়ের-আহমদী।

৬। এই মাসে বিগত ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া আঞ্জুমনে আহমদীয়ার কনফারেন্সের বিজ্ঞাপন বিতরণ করা হইয়াছে ও চিঠি পত্রাদি আদান-প্রদানে সাহায্য করা হইয়াছে।

৭। এই মাসে ৩জন আহমদীকে উর্দ্দূ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

৮। এই মাসে ৩ জন গরীবের সাহায্য করা হইয়াছে।

৯। এই মাসে ৩ জনের সমাধি কার্য্যে সহায়তা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ২ জন আহমদী, ১ জন গয়ের-আহমদী।

১০। এই মাসে ২ জনকে পাট ক্রয় করিয়া দিয়া বেকার সমস্যা হইতে বাঁচার উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১১। এই মাসে মজলিসে-খোদ্দামুল আহমদীয়ার মেম্বরগণ উর্দ্দূ-কী-কায়দা, 'তাকরীরাইন' কিতাব পাঠ করিতেছে।

দোয়ার-আবেদন

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া মহকুমার এলাকায় নিম্নলিখিত ভ্রাতা-ভগ্নিগণ অসুস্থ আছেন। তাঁহারা সকল ভ্রাতা-ভগ্নির খেদমতে দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন। বন্ধুগণ তাঁহাদের জন্য দোয়া করিবেন।

১। মুন্সি ইমামুদ্দিন সাহেব, ঘাটুরা।
২। " আবদুর রাহমান সাহেব, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া।
৩। " মোহাম্মদ ইউনুস সাহেব, "
৪। " সুরুজ আলী সাহেব, ঘাটুরা।
৫। মীর আবদুছ ছাত্তার সাহেবের স্ত্রী, মোরাইল।
৬। মৌলবী আশেক উল্লাহ সিকদার সাহেবের স্ত্রী, নাটাই।
৭। মুন্সী সেরাজুল ইসলাম ভূঞা সাহেবের পুত্র, বাসুদেব।
৮। মাষ্টার আবদুল মোতালেব, সরাইল।

—বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ প্রতিষ্ঠান—

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

ব্রাঞ্চ—
ভারতের সর্ব্বত্র
এজেন্সী—
পৃথিবীর সর্ব্বত্র

পত্র লিখিলে বিনা মূল্যে
"স্বাস্থ্যরক্ষা ও গৃহ-চিকিৎসা"
এবং "আরোগ্যের পথ"
প্রেরিত হয়।

অধ্যক্ষ—যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম্-এ এফ্-সি-এস্ (লণ্ডন), এম্-সি-এস্ (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

যাবতীয় আয়ুর্ব্বেদ ঔষধ আমার নিজ তত্ত্বাবধানে উৎকৃষ্ট উপাদানে প্রস্তুত হয়।

মৃতসঞ্জীবনী (রেজিষ্টার্ড)—বিদেশী ঔষধের মোহমুক্ত হইয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্ম্মিষ্ঠ করিতে হইলে এই মৃতসঞ্জীবনী একমাত্র অবলম্বনীয়। প্রসূতিকে সেবন করাইতেই হইবে। জ্বর, সূতিকা, বাত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, রক্তাল্পতা, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি অবস্থায় সর্ব্বদা প্রযোজ্য। মূল্য বড় বোতল ৪॥০, মধ্যম ২॥০ ও ছোট ১॥০ মাত্র।

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত)—প্রতি তোলা ৪৲ টাকা, সপ্তাহ।০ আনা। নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ অনুপানবিশেষে সর্ব্বরোগ দূর করে। ইহা ত্রিদোষের শান্তি করে। সকল রোগে মকরধ্বজের অনুপানবিধি-পুস্তিকা—মূল্য ৴০ এক আনা।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাস—বহু অর্থ ব্যয় করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুতের এক পৃথক বিভাগ খোলা হইয়া হইয়াছে এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আমলকী, বংশলোচন এবং অন্যান্য উপাদানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করিয়া চ্যবনপ্রাস প্রস্তুত হইতেছে। সর্দ্দি, কাসি, যক্ষ্মা দুর্ব্বলতা, স্মরণশক্তিহীনতায় প্রযোজ্য। ইহা পুষ্টিকর খাদ্যবিশেষ। মূল্য ৩৲ টাকা সের।

শুক্রসঞ্জীবন (রেজিষ্টার্ড)—ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আজ জাতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছে। যৌবনসুলভ জীবনশক্তি, তেজ ও কান্তি বর্দ্ধনে অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১৬৲ সের।

সর্ব্বজ্বর বটী (রেজিষ্টার্ড)—যে কোনও জ্বররোগে অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া বহু পরীক্ষিত। জ্বরের এইরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মূল্য ১৬ বটী ১৲; ৫০ বটী ২৸০; ১০০ বটী ৫৲; ১০০০ বটী ৪৫৲ টাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).